দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 13 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

30

...সমঝোতাই সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কথা।

# ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ। একটি নকলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে এবং তারই মাসুল দিতে হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কয়েকশ' শিক্ষার্থীকে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১০ই জানুয়ারি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা পযবেক্ষণ করতে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল। নকলে বাধা দেয়ার কারণে পরিদর্শক টিমের দুজন সদস্য শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র ও উল্লিখিত পরীক্ষাটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে এবং বিগত এক মাস ধরে কলেজটিতে অচলাবস্থা চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার তাদের আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই সিদ্ধান্তটি ন্যায়নীতিসম্মত হয়েছে কিনা সেটি অবশ্যই বিচার্য। পরীক্ষায় নকল রোধ করার জন্য যে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারেন। কিন্তু কোন একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থীর অপকীর্তির শাস্তি যদি সকল ছাত্রছাত্রীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয় সেটি কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ পরীক্ষায় 'অবাধে' নকল হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা অধ্যক্ষ/শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিলেন না? কেন তারা নকলবাজ ছাত্রদের হল থেকে বহিষ্কার করলেন না? সেটি না করে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কলেজের সকল ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা বাতিল করে দিলেন কি যুক্তিতে? পরীক্ষা হলের একটি ছাত্রও যদি নকলমুক্ত থাকে তার পরীক্ষা বাতিল করার কোন অধিকার কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আছে? নকলবাজ ও নকলমুক্ত সকল পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে পাইকারিভাবে একই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতিবহির্ভূত কাজই করেছেন। কোন কলেজে 'অবাধে' নকল হওয়ার অপরাধে সেই কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করাও অন্যায় নয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা অনুষ্ঠিত পরীক্ষাটি বাতিল করতে পারেন না। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী পর্যবেক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি কমিটিও গঠন করেছেন। অন্যদিকে ঘটনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসে পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনাও করেছে। তারপরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢালাওভাবে দোষী-নির্দোষী সকল শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে একই শাস্তির বিধান করে একগুঁয়েমি মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, একগুঁয়েমির মাধ্যমে কোন ন্যায়বিচার বা সমস্যার সমাধান হয় না। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে যারা নকল করেছে এবং হলের বাইরে মস্তানি করেছে তাদের বিরুদ্ধে যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন। কিন্তু পাইকারি হারে একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়া কোনভাবেই সমীচীন নয়। এ ধরনের একগুঁয়েমিতে সংশ্লিষ্ট কলেজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।